১৩-০৯-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের পুরুষার্থ দ্বারাই কর্মাতীত হতে পারবে, সেইজন্য কখনও নিজেকে অতি চালাক (মিয়া মিটঠু) মনে কোরো না। স্মরণের বল দ্বারাই ভিতরে যে যে দুর্বলতা আছে, তাকে দূর করে দাও"

"প্রশ্ন : - প্রত্যেক বাচ্চাদের অবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বাবা কি চ্যালেঞ্জ করেন ?"

" উত্তর : -- বাচ্চারা, যখন ভোজন তৈরি করার সময় সম্পূর্ণ স্মরণে থেকে দেখাও -- এটাই বাচ্চাদের প্রতি বাবার চ্যালেঞ্জ । শিববাবার স্মরণে থেকে ভোজন বানালে শক্তি বৃদ্ধি হবে, অবস্থা ও অনেক ভালো হয়ে যাবে । কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায় । সেইজন্য একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ কর । ডবল সার্ভিস করতে হবে । কর্মণার সাথে সাথে নর থেকে নারায়ণ বানানোরও সেবা কর ।

গীত : -- ধৈর্য ধর রে মন, তোর সুখের দিন আসছে •••••

ওম শান্তি । এই কথা কে বলেছে আর কাকে বলেছে ? বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । ভক্তি মার্গে এটা গাওয়া হয় । যখন পরমপিতা পরমাত্মা আসেন, উনিই এসে তোমাদের ধৈর্যশীল করে তোলেন, আর কোনও মানুষ ধৈর্য দিতে পারেনা । তোমরা জান এখন আমাদের সুখের দিন আসছে । বাবা এসেছেন সুখধামে নিয়ে যেতে । এখানে হলো দুঃখধাম । এসবই ভক্তি মার্গের গীত । এখানে বাবা সামনে বসে আছেন । বাচ্চাদের কিছু বলার দরকার পড়েনা । বাচ্চারা জানে আমাদের সুখের দিন আসছে । আমরা সুখের রাজধানী স্বয়ং শ্রীমত দ্বারা স্থাপন করছি । ডিভাইন (পবিত্র, ঐশ্বরীয়) মতে চলছি । এক হলো ডিভাইন মত, অপরটি আনডিভাইন মত । ডিভাইন মত একটাই যাকে শ্রীমত বলা হয় । আনডিভাইন মত অর্থাত্ আসুরি পতিত মত, ডিভাইন মত মানে দৈবী পবিত্র মত । শ্রীমত আর আসুরি মতকে তোমরা বুঝেছ । ডিভাইন বলা হয় পবিত্রতাকে ,আনডিভাইন বলা হয় পতিতকে । এটা হলো পতিত দুনিয়া। কোনও একজনও পবিত্র মানুষ নেই । পবিত্র মত দিতে পারেন একমাত্র পতিত-পাবন বাবা । ওঁনাকেই সবাই স্মরণ করে । সত্য যুগকে পাবন সৃষ্টি আর কলিযুগকে পতিত সৃষ্টি বলা হয় । এখানে সবই আনডিভাইন (অপবিত্র) । ডিভাইন ফাদার একজনই হন । পতিত দুনিয়াতে কেউ ডিভাইন ফাদার হয়না । এখন সঙ্গমযুগ । এই যুগ শুধুমাত্র তোমাদের জন্য , বাকি দুনিয়ার জন্য নয় । দুনিয়া তো জানে সঙ্গমযুগ আসতে এখনও অনেক বছর বাকি । বাবা আসেনই পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগ বানাতে । এমনিতে তো সেই কুমার কুমারীরা ডিভাইন পবিত্র কিন্তু পতিত অবশ্যই হতে হবে। বিকার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে তাই এই বিকারী দুনিয়াতে কেউ ডিভাইন হয়না । নির্বিকারীকেই ডিভাইন বলা হয় । নির্বিকারী হয় নির্বিকার দুনিয়াতে । ওটা হলো ভয়েসলেস (শব্দহীন), সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । যখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া আছে তেমনই সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়াও নিশ্চয়ই হবে । এখানে হলো সম্পূর্ণ আনডিভাইন দুনিয়া । সম্পূর্ণ ডিভাইন দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয় ।

এখন বাচ্চারা তোমাদের ডিভাইন ফাদার ধৈর্যশীল বানিয়েছেন । ডিভাইন জীব আত্মা বলা হয়, কেবল আত্মাকে ডিভাইন বলা যায় না । আত্মারা তো নিরাকার দুনিয়াতে থাকে । ডিভাইন মানুষ

হয় পবিত্র দুনিয়ায় । এ হলো অপবিত্র দুনিয়া । অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো -- এ নিরাকার ডিভাইন ফাদারের কাজ । তোমরা বাচ্চারা এখন ধৈর্যশীল হয়েছ --- বাচ্চারা তোমরা এখন ধৈর্যশীল হয়েছ । বাবা বলছেন -- বাচ্চারা সত্য যুগ আসছে । সুখধাম স্থাপনা করতে সময় তো লাগবে । রাতারাতি দুখধাম বিনাশ হয়ে সুখধাম তো স্থাপন হবে না । তোমাদের দেখ, কত সময় লেগেছে । পতিত সৃষ্টি কত বড়ো । তোমরাও যখন উপযুক্ত হয়ে ওঠো না, তখন নিজেরাই বলবে আমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার মত উপযুক্ত হয়ে উঠিনি । সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে গেলে তারপর তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে । কিন্তু দেহ - ভান থাকার কারণে অনেকেই ভাবে আমি তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি । আমার শ্রীমতে চলার কোনও দরকারই নেই আর তাই স্মরণ ও করেনা । বাবার স্মরণেই তো শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । কেউ বলতে পারবেনা যে আমি নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করি । অন্তরেও যেন কেউ এটা মনে না করে আমি তো নিরন্তর স্মরণে থাকি । স্মরণে থাকলে আর কি চাই । সারাদিন কেউ স্মরণে থাকে যদি কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে । বড়ো মুশকিল নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকা । তোমরা পুরুষার্থ করছ -- সুখধামে রাজ্য - ভাগ্য অধিগ্রহণ করার জন্য । নিজেকে দেখতে হবে যদি আমার মধ্যে অনেক বিকার থেকে থাকে, দুর্বলতা থাকে তবে এতো উচ্চ পদ প্রাপ্তি করতে অসমর্থ হব । নিরন্তর স্মরণের দৌড় লাগাতে পারবে না । নিজেকে চালাক মনে কোরো না যে আমি সম্পূর্ণ হয়ে গেছি । সম্পূর্ণ হয়-ই শিবালয় সত্য যুগে । সারা ভারত শিবালয়ে পরিণত হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব চলে । মন্দিরে তো রাজত্ব করে না। শিবালয় সত্য যুগে সব দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে তারপর পূজার জন্য প্রধান লক্ষ্মী -নারায়ণের চিত্র তৈরি করে তাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । সর্ব প্রথম যারা থাকে তাদেরই পূজা হয় । এখন ওদের জড় মন্দির আছে । চৈতন্য অবস্থায় যখন রাজত্ব করে তখন বিশ্বের মালিকত্ব থাকে যদিও ভারতেই রাজত্ব করে তথাপি বিশ্বের মালিক হয় । আর কোনও রাজত্ব থাকে না। আমরা পুনরায় নিজেদের ডিভাইন রাজ্য স্থাপনা করছি ।

পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য সর্ব প্রথমে পবিত্র হতে হবে । এতেই পরিশ্রম আছে । যতদিন জীবন থাকবে, স্মরণে থাকতে হবে আর জ্ঞানের বর্সা তো হতেই থাকে । ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তোমাদের বোঝানো হয়। বাস্তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছাড়া ডিভাইন অথবা পবিত্র কাউকে বলা যায় না । বাবা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন তবুও নরকে পরিণত হয়েই যায় । সুখ আর দুঃখ এই নিয়েই ড্রামা তৈরি হয়েছে । শঙ্করাচার্য এসে নিজ ধর্ম স্থাপন করেন, তাও ডালপালা পুরানো তো হবেই না ! সন্ন্যাসীদের মহিমা আছে । রামতীর্থ, বিবেকানন্দ এদেরও স্মরণ করা হয়, কেননা শঙ্করাচার্যের পরবর্তী সময় তারা এসেছিলেন । নতুন -নতুন যারা আসেন তারা নিজেদের প্রত্যক্ষ করান । কিন্তু একে তো শিবালয় বলা যাবে না । শিবের স্থাপনা করা সত্য যুগ একটাই । মানুষ এসব কথা একদমই জানেনা । এমনই শুধু শুনলেও কেউ বুঝতে পারবে না । প্রথমে ৭ দিন এসে এইম অবজেক্টকে বুঝতে হবে । আর কোনও পঠনপাঠনের জন্য এমন বলা হয়না যে, প্রথমে ৭ দিন বোঝ । এখানে একটাই পাঠশালা যেখানে এইম অবজেক্ট দেওয়া হয় । সবার প্রথমে ফাদারকে জান, বোঝ তিনি কে ।

বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি । যারা কল্প প্রথমে এসেছিল তারাই আসবে । যতক্ষণ নিশ্চয় বুদ্ধি না হবে ততক্ষণ বুদ্ধিতে ধারণা হবেনা, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন কতখানি নিশ্চয় হয়েছে ? এটা কোনও গ্রাম্য সত্সঙ্গ নয় । অন্যান্য সত্সঙ্গে তো বলবে অমুক মহাত্মা গীতা

শোনায়, অমুক বেদ শোনায় । এখানে কোনও মহাত্মা নেই । এখানে তো বাবা বসে বোঝান । সবার আগে যতক্ষণ নিশ্চয় না হবে কিছুই বুঝবে না । ওইসব সত্সঙ্গ ইত্যাদিতে বুঝবে অমুক বেদ শোনাচ্ছে, রাজ-বিদ্যা পড়াচ্ছে । এখানে তো বেদ, শাস্ত্র বা রাজ-বিদ্যার কোনও ব্যাপারই নেই । তোমরা জান বাবা এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ এটা না বুঝতে পারবে তাহলে তারা কী করবে ? বায়ুমণ্ডল আরও খারাপ করে তুলবে । এখানে তোমাদের মধ্যেও এমন নয় যে, সবাই শিববাবার স্মরণে শুনছে আর বুঝছে যে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা পড়াচ্ছেন । না, এটা শিববাবার পড়া •••• খুব মুশকিল সহকারে কেউ কেউ যথার্থ রীতিতে বোঝে যে শিববাবাই পড়াচ্ছেন --- এটাই স্মৃতিতে রেখে সারাদিন যদি সচেতন থাক যে আমরা স্টুডেন্ট তবে নম্বর ওয়ান তোমরাও দাবি করতে পার । কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে আছে । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর যিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন । আমিই বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু । তিনজনকে একত্রে স্মরণ করতে হবে । লৌকিক সম্বন্ধে তো বাবা, শিক্ষক, গুরু সবাই আলাদা হয় । এখানে একজনকেই স্মরণ করতে হয় আর কত সহজে। কিন্তু মায়া স্মরণে থাকতে দেয়না । প্রতিটি মুহূর্ত বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেয় ।বাচ্চারা, তোমাদের একসাথে বসতে হবে । মন কর, যখন কেউ কোনো মেশিন চালায় বা মাখন বের করে তখন কি শিববাবাকে স্মরণ করে মেশিন চালায় ? তোমরা বলে থাক শিববাবার স্মরণে বাবার যজ্ঞের জন্য মাখন বের করছি । কতখানি খুশির ব্যপার । যজ্ঞের জন্য ভোজন তৈরি করি । কত খুশি হয় তাই না ! কিন্তু তারপরও প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও আবার নিজের জন্য পুরুষার্থ করতে হয় । একে-অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও পুরুষার্থী চাই । শিববাবার স্মরণে ভোজন তৈরি করলে তাতে তোমাদের মধ্যে শক্তি ভরপুর হয়ে যাবে । তোমাদের অবস্থাও (স্থিতি) খুব ভালো হবে কিন্তু এমনটা হয় না। ব্রহ্মা ভোজনের কত মহিমা, কিন্তু যখন আত্মা শিববাবার স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করবে । এমনই শক্তির ভান্ডারা হয়ে ওঠো । স্মরণে থেকে ভোজন বানালে তবেই তো শক্তি প্রাপ্ত হবে । সেটাও শক্তিদের বুদ্ধিতে আসে না, নয়তো পুরুষার্থ করত । বাবারও ইচ্ছে হয় যে শিববাবার স্মরণে থেকে বাচ্চারা ভোজন তৈরি করুক । প্র্যাকটিস করতে হবে । দেখ, স্মরণ স্থায়ী হচ্ছে ? বাবা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন - যারা ভান্ডারায় আছে, চেষ্টা কর । বাবা জানেন এক ঘন্টাও স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়। যারা স্মরণে থাকবে, জ্ঞানবান হয়ে ডবল সার্ভিসে লেগে পড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে না পারবে ততক্ষণ তারা কোনও কাজের নয় । রাজত্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা সে-ই অর্জন করে যে নর থেকে নারায়ণ বানানোর সেবা করবে । যার ভাগ্যে আছে সে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা সৌভাগ্য প্রাপ্ত করতেই থাকবে । বাবা তো সবাইকেই বলেন - যত পুরুষার্থ করবে যেমন করবে, তেমন-ই পাবে ।

নিজের মোস্ট বিলভড বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণেই পরিশ্রম আছে । বাবাও বলেন আমি কতরকম ভাবে চেষ্টা করি উপায় বলে দিই, কিন্তু হয়না । অনেক পরিশ্রম আছে । পরিশ্রম(প্রচেষ্টা) করতে করতে তবেই শেষে গিয়ে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে । তারপর সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। মায়া আর আসবে না । এখানে বসে বসেই দিব্য দৃষ্টি দিয়ে সব দেখবে । এখন তো টেলিভিশনে দেখছ। টেলিভিশন কোনও দিব্য দৃষ্টি নয় । বিনাশের সাক্ষাত্কার, বৈকুন্ঠের সাক্ষাত্কার টেলিভিশনে দেখতে পাবেনা । যে যত জ্ঞানী আর যোগী তারা তো বৈকুন্ঠের রাজধানী ও প্রত্যক্ষ করবে । টেলিভিশন ছাড়াই তোমরা জার্মান, লন্ডন ইত্যাদি দেখতে পাবে । টেলিভিশন থেকে এই দিব্য চক্ষুর সাক্ষাত্কার অনেক বেশি চমকপ্রদ । প্রকৃত অন্তর থেকে বাবার সার্ভিসে যুক্ত হতে পারলে, তবেই মজা । বুদ্ধিও বলে বাবা শেষে গিয়ে অনেক খাতির যত্ন করবে । ঘোরানো - ফেরানো, বিনোদন

করানো - একে খাতিরই তো বলে, তাই না ! এরকম হওয়ার জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে হবে । যত স্মরণ করবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে (নিজেকে দেখা) ততই প্রাপ্তি হবে। বীজকে স্মরণ করলে ঝাড়ও স্মৃতিতে এসে যাবে । এসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না । তোমরা বলবে এই স্মরণ আর জ্ঞান দ্বারাই আমরা এতো সঞ্চয় করতে পারি । ওখানে (সত্য যুগে) এসব স্মৃতিতেই থাকবে না । এই বর্সা কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে । এটা থোড়াই বুঝবে যে এই প্রাপ্তি আমরা সঙ্গমে উপার্জন করেছিলাম । বাদশাহী পেয়ে যাও । তোমরা সবসময় খুশিতে থাক । লক্ষ্য অনেক উঁচু । এখন তোমরা ডিভাইন হচ্ছ । সারা দুনিয়া এখন আনডিভাইন । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য ডিভাইন হচ্ছ। মানুষ থেকে দেবতা একজনই বানাতে পারেন তিনি গডফাদার । ফাদার শব্দটি বলা খুব সহজ । কোনও বয়স্ক বা বৃদ্ধকে দেখলে তাকে বাবা বা পিতা জী বলবে । যখন কোনও বৃদ্ধ অপর কোনও বৃদ্ধকে দেখবে তো ভাই মনে করবে । যখন ছোটরা বড়দের দেখবে তো পিতার মতোই দেখবে । নিরাকার বাবাকে তো কেউ জানেই না । শুধু গডফাদার বলে দেয় । এটা বোঝেনা যে আমরা আত্মা, আর উনি আমাদের বাবা । বাবা যখন নিশ্চয়ই বর্সা দেবেন । এখন তোমরা জান আমাদের বাবা আমাদের অবিনাশী বর্সা প্রদান করছেন । এই বর্সা প্রাপ্তির জন্যই আমরা বারবার তাঁকে ডেকেছি, প্রার্থনা করেছি। এখন উনিই আমাদের জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন । এখন আমরা প্রার্থনা বা ভক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি । এই নলেজ বড়োই মজার । বাবা বলেন -- তোমরা বল - বাবা, তুমিই আমাদের বেহদের পিতা। তবুও কেন আমাকে ছেড়ে লৌকিক পিতার প্রতি বুদ্ধি চলে যায় ? কিন্তু কারও ভাগ্যে না থাকলে বুদ্ধিতে ধারণা হবে না । নিজেই বলে আমার ভাগ্যে রাজযোগের বাদশাহী নেই । সুতরাং বাবা কি করবে ? কেন ভাগ্য তৈরি কর না ? ভাগ্য নির্মাণে কারও তো কোনও মানা নেই । ভাগ্যে না থাকলেই বাবাকে ছেড়ে চলে যাও। তারপর মায়া বিড়াল বুদ্ধিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে । বাবা-ই বা কি করবে ? মায়া রূপী বিড়ালকে জয় করতে হবে । কাজকর্মের মধ্যেই শিববাবার স্মরণ থাকলে অনেক প্রাপ্তি হবে । এক মিনিটও স্মরণ করলে অনেক লাভ হয় । একে -অপরকে সাবধান কর । তারপর কেউ মানুক বা না মানুক । বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন । আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুডমর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বাবা, শিক্ষক, সদ্গুরু তিনজনকেই একত্রে স্মরণ করতে হবে । ভোজন তৈরি করার সময়, খাবার সময় অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে ।

২) প্রকৃত অন্তর দিয়ে বাবার সার্ভিস করতে হবে । কাঁটাকে ফুল, মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান : - কর্মক্ষেত্রে কমলপুষ্পের মতো থেকে মায়ার ময়লা আবর্জনা থেকে সেফ (নিরাপদ) থাকতে সমর্থ স্বরূপ কর্মযোগী ভব

কর্মযোগীকেই অন্য শব্দে কমলপুষ্প বলা হয় । কর্মযোগী অর্থাত্ কর্ম আর যোগ দুটোই একত্রে কম্বাইন্ড যেন হয় । কর্মকে বোঝা বলে যেন অনুভব না হয় । যে কোনও প্রকার ময়লা আবর্জনা অর্থাত্ মায়ার ভাইব্রেশন যেন স্পর্শ না করে । আত্মার দুর্বলতা থেকেই মায়ার জন্ম হয়ে থাকে । দুর্বলতাকে সমাপ্ত করার সাধন হলো প্রতিদিন মুরলী অধ্যয়ন করা। এটাই হলো শক্তিশালী টাটকা ভোজন । মনন শক্তি দ্বারা এই ভোজনকে হজম করতে পারলেই মায়ার ময়লা আবর্জনা থেকে সেফ থাকতে পারবে ।

স্লোগান :-- সফলতার চাবি দ্বারা সকল খাজানাকে সফল করাই হল মহাদানী হওয়া ।